রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মার্চ ৫, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ ফাল্গুন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২ মার্চ, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নম্বর ৫৩/আইন/২০২৩।—বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(১) **"অধিদপ্তর"** অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (ক) এ সংজ্ঞায়িত অধিদপ্তর;

(২) **"আইন"** অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন);

(৩) **"আপিল কর্তৃপক্ষ"** অর্থ বিধি ২৮ এর উপ-বিধি (১) অনুযায়ী গঠিত আপিল কর্তৃপক্ষ;

(৪) **"তফসিল"** অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

মূল্য : টাকা ৮৮.০০

(৫) **"তালিকাভুক্ত পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ"** অর্থ বিধি ৩৭ এর অধীন তালিকাভুক্ত পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ;

(৬) **"পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (Environmental Impact Assessment)"** অর্থ কোনো প্রস্তাবিত প্রকল্প বা কার্যক্রমের সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব চিহ্নিতকরণ, পূর্ব-অনুমান ও মূল্যায়নের সুসংগঠিত প্রক্রিয়া;

(৭) **"পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি"** অর্থ বিধি ২৪ এর অধীন গঠিত কোনো পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি;

(৮) **"পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা"** অর্থ পরিবেশগত প্রভাব প্রশমন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা;

(৯) **"প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা"** অর্থ পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের লক্ষ্যে প্রাথমিক সমীক্ষা;

(১০) **"মহাপরিচালক"** অর্থ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক; এবং

(১১) **"স্থিতিমাপ"** অর্থ কোনো ভৌত, রাসায়নিক, বায়োলজিক্যাল বা অন্য কোনো পরিমাপযোগ্য বৈশিষ্ট্য যাহা পরিবেশের গুণগতমানের নির্ধারক।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **পরিবেশ দূষণ বা অবক্ষয়জনিত ক্ষতি প্রতিকারের আবেদন ও প্রতিকার।**—(১) আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকাগ্রস্ত যে কোনো ব্যক্তি উক্ত ক্ষতি বা সম্ভাব্য ক্ষতির প্রতিকারের জন্য ফরম-১ অনুযায়ী মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে মহাপরিচালক গণশুনানিসহ অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে উহা নিষ্পত্তি করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সময়ের মধ্যে আবেদনটি নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে মহাপরিচালক কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত সময়সীমা অনধিক ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

৪। **নমুনা সংগ্রহের নোটিশ।**—(১) আইনের ধারা ১১ এর বিধান মোতাবেক মহাপরিচালকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক বায়ু, পানি, মাটি বা অন্যবিধ পদার্থের নমুনা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিতে চাহিলে সংশ্লিষ্ট কারখানা, প্রাঙ্গন বা স্থানের মালিক, দখলদার বা এজেন্টকে ফরম-২ অনুযায়ী নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর বিধানাবলি অনুসরণ করিতে হইবে।

৫। **অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের শ্রেণিবিন্যাস।**—(১) অধিদপ্তর কর্তৃক অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ও উহা হইতে সৃষ্ট সম্ভাব্য দূষণের পরিধি, মাত্রা এবং পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের উপর সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনা করিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহ নিম্নবর্ণিত শ্রেণিতে বিভক্ত হইবে, যথা :—

(ক) সবুজ;

(খ) হলুদ;

(গ) কমলা; এবং

(ঘ) লাল।

ব্যাখ্যা।—

(ক) সবুজ শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প বলিতে এইরূপ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পকে বুঝাইবে যাহার পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর তুলনামূলকভাবে খুব কম প্রভাব রহিয়াছে এবং উক্ত শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহের পরিবেশ দূষণ প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ রহিয়াছে;

(খ) হলুদ শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প বলিতে এইরূপ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পকে বুঝাইবে যাহার পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর মধ্যম মাত্রায় প্রভাব রহিয়াছে এবং উক্ত প্রভাব পরিহার করিবার জন্য এই শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহের পরিবেশ দূষণ প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন;

(গ) কমলা শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প বলিতে এইরূপ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পকে বুঝাইবে যাহার পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে, যাহা পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে পরিহার করা প্রয়োজন এবং উপযুক্ত পরিবেশ দূষণ প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহের পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস করা আবশ্যক; এবং

(ঘ) লাল শ্রেণিভুক্ত বলিতে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহের পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর তীব্র প্রভাব রহিয়াছে যাহা পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত মাত্রায় পরিহার করা প্রয়োজন এবং উক্ত শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহের পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস করিবার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিবেশ দূষণ প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বিভিন্ন শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের তালিকা তফসিল-১ অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, তফসিল-১ এ উল্লিখিত সবুজ, হলুদ, কমলা এবং লাল শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত নহে এমন কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শ্রেণিকরণ তফসিল-১৪ অনুযায়ী হইবে।

৬। **অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা।**—(১) বিধি ৫ এ উল্লিখিত হলুদ, কমলা ও লাল শ্রেণির নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে অধিদপ্তরের নিকট হইতে প্রথমে অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরবর্তীতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সবুজ শ্রেণির নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে, উহা যেখানেই স্থাপন করা হউক না কেন, অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না, অধিদপ্তরের নিকট হইতে কেবল পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, সরকারি বা বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, অর্থনৈতিক অঞ্চল বা বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের শিল্প নগরীতে স্থাপিতব্য সকল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না, অধিদপ্তরের নিকট হইতে কেবল পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত হলুদ, কমলা ও লাল শ্রেণির কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্পের জন্য ভূমির উন্নয়ন বা এতদুদ্দেশ্যে কোনো প্রকার অবকাঠামো নির্মাণ করা যাইবে না।

(৩) অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে হলুদ, কমলা ও লাল শ্রেণির নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পে গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করা যাইবে না।

(৪) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল শ্রেণির নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষামূলক উৎপাদন করা বা প্রকল্প চালু করা যাইবে না।

৭। **অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন দাখিলের পদ্ধতি।**—(১) যে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করা হইবে উহার অবস্থান, যদি—

(ক) অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় রহিয়াছে এমন কোনো জেলায় হয় তাহা হইলে আবেদন উক্ত জেলা কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে;

(খ) অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় নাই এমন কোনো জেলায় হয় তাহা হইলে আবেদন সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রাধীন জেলা কার্যালয়ে বা বিভাগীয় কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে;

(গ) কোনো মহানগরে হয় তাহা হইলে আবেদন সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মহানগরের জন্য পৃথক কোনো কার্যালয় না থাকিলে আবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে;

(ঘ) একই বিভাগের আওতাভুক্ত একাধিক জেলায় হয় তাহা হইলে আবেদন সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ে বা বিভাগীয় কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে; এবং

(ঙ) একাধিক বিভাগে বিস্তৃত হয় তাহা হইলে আবেদন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে।

(২) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন অনলাইনে দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো কারণে অনলাইনে আবেদন দাখিল করা সম্ভব না হইলে সরাসরি আবেদন দাখিল করা যাইবে।

(৩) মহাপরিচালক নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট আবেদনসমূহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিবেন।

৮। **অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ।**—কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিতে হইবে, যথা:-

(ক) সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরকারের কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা বা সিদ্ধান্তের পরিপন্থী কী না; এবং

(খ) সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে তফসিল-৯ এর নির্দেশিকা অনুসরণ করা হইয়াছে কী না।

৯। **সবুজ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি।**—(১) সবুজ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য ফরম-৩ অনুযায়ী প্রযোজ্য অংশ পূরণ করিয়া আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন করিবার ক্ষেত্রে তফসিল-৯ এর নির্দেশিকা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদনের সহিত সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র, বিবরণ এবং তফসিল-৭ এ উল্লিখিত ফি জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন বিবেচনা করিবার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করিতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়—

(ক) সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলি পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তার অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করিবে; অথবা

(খ) আবেদনকারী পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের অযোগ্য হইলে তাহার আবেদনটি নামঞ্জুর করিয়া উহার কারণ উল্লেখক্রমে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

১০। **হলুদ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি।**—(১) হলুদ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য ফরম-৩ অনুযায়ী প্রযোজ্য অংশ পূরণ করিয়া আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন করিবার ক্ষেত্রে তফসিল-৬ এ উল্লিখিত আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফি, সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র, বিবরণ এবং তফসিল-৯ এর নির্দেশিকা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন বিবেচনা করিবার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া যৌক্তিকতা ও অভিমতসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির ৮(আট) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলি পরীক্ষা ও সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় সন্তুষ্ট হইলে আবেদনকারীকে তফসিল-৭ এ উল্লিখিত ফি জমা প্রদানের জন্য অবহিত করিবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন অবহিত হইবার পর আবেদনকারী প্রযোজ্য ফি জমা প্রদান করিলে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করিতে হইবে।

(৬) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলি পরীক্ষা ও সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় সন্তুষ্ট না হইলে আবেদনটি নামঞ্জুর করিয়া উহার কারণ উল্লেখক্রমে আবেদন প্রাপ্তির ১৫(পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

১১। **হলুদ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি।**— (১) অবস্থানগত ছাড়পত্র পাইবার পর হলুদ শেণির সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে উহা চালু করিবার লক্ষ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন বিবেচনা করিবার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া যৌক্তিকতা ও অভিমতসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিলকৃত আবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অবস্থানগত ছাড়পত্রের শর্তাবলি প্রতিপালন, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় সন্তুষ্ট হইলে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তার অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করিবে, অথবা সন্তুষ্ট না হইলে আবেদনটি নামঞ্জুর করিয়া উহার কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

১২। **কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি।**— (১) কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য ফরম-৩ অনুযায়ী প্রযোজ্য অংশ পূরণ করিয়া আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন করিবার ক্ষেত্রে তফসিল-৬ এ উল্লিখিত আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফি, সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র, বিবরণ, প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন এবং তফসিল-৯ এর প্রযোজ্য নির্দেশিকা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন বিবেচনা করিবার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া যৌক্তিকতা ও অভিমতসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৪) অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় তফসিল-১ এর কমলা শ্রেণির ক্রমিক নং ১ (এক) হইতে ক্রমিক নং ৬২ (বাষট্টি) এ উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন আবেদনসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আঞ্চলিক, বিভাগীয় বা মহানগর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করিবে এবং উক্ত তফসিলের ক্রমিক নং ৬৩ (তেষট্টি) হইতে ক্রমিক নং ১১৩ (একশত তেরো) এ উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিবেদন আবেদনসহ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করিবে ও উহার অনুলিপি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আঞ্চলিক ও বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে।

(৫) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন এবং উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনসহ সার্বিক দিক বিবেচনা করিয়া সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৬) সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি আবেদনকারীর অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে আবেদনকারীকে তফসিল-৭ এ উল্লিখিত ফি জমা প্রদানের জন্য অবহিত করিবে।

(৭) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী আবেদন দাখিলের অনধিক ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীর অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে উহার কারণ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

১৩। **কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি।**—(১) কমলা শ্রেণির সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প চালু করিবার উদ্দেশ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য বিধি ৭ অনুযায়ী অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন বিবেচনা করিবার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শনক্রমে অবস্থানগত ছাড়পত্রের শর্তাবলি প্রতিপালন ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করিয়া পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বা আবেদন নামঞ্জুর সংক্রান্ত বিষয়ে যৌক্তিকতা ও অভিমতসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে।

(৩) অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় তফসিল-১ এর কমলা শ্রেণির ক্রমিক নং ১ (এক) হইতে ক্রমিক নং ৬২ (বাষট্টি) এ উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৯) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন আবেদনসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আঞ্চলিক, বিভাগীয় বা মহানগর কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করিবে এবং উক্ত তফসিলের ক্রমিক নং ৬৩ (তেষট্টি) হইতে ক্রমিক নং ১১৩ (একশত তেরো) এ উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিবেদন আবেদনসহ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করিবে ও উহার অনুলিপি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আঞ্চলিক ও বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে।

(৪) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন এবং উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনসহ সার্বিক দিক বিবেচনা করিয়া সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৫) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী আবেদন দাখিলের অনধিক ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীর অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে উহার কারণ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে আবেদন নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৬) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির নিকট কমলা শ্রেণির কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে যদি প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প কর্তৃক সৃষ্ট দূষণ পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলিতে পারে তাহা হইলে কমিটি উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা পরিচালনার সুপারিশ করিতে পারিবে এবং মহাপরিচালক কর্তৃক উক্ত সুপারিশ অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা পরিচালনা করিতে হইবে।

১৪। **লাল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি।**—(১) লাল শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ছাড়পত্রের জন্য ফরম-৩ অনুযায়ী প্রযোজ্য অংশ পূরণ করিয়া অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন করিবার ক্ষেত্রে তফসিল-৬ এ উল্লিখিত আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফি, সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র, বিবরণ, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এর খসড়া কার্যপরিধি (terms of reference) দাখিল করিতে হইবে এবং এবং তফসিল-৯ এ উল্লিখিত প্রযোজ্য নির্দেশিকা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এর খসড়া কার্যপরিধি (terms of reference) তফসিল-১০ এ উল্লিখিত নির্দেশিকা অনুসারে প্রণয়ন করিতে হইবে।

(৪) আবেদন প্রাপ্তির পর অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রস্তাবিত স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন এবং কাগজপত্র ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করিয়া অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে অভিমতসহ একটি প্রতিবেদন এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এর খসড়া কার্যপরিধি (terms of reference) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করিবে ও উহার অনুলিপি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অঞ্চলিক ও বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন দলিলাদি প্রাপ্তির পর পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি সকল বিষয়বস্তু মূল্যায়ন ও বিবেচনা করিয়া এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন মহাপরিচালকের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবে।

(৬) মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হইতে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এর খসড়া কার্যপরিধির (terms of reference) অনুমোদন প্রদান করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো অতিরিক্ত তথ্য বা কাগজাদির প্রয়োজন হইলে আবেদনকারীকে অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে উহা জমা প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা যাইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, সার্বিক দিক পর্যালোচনাক্রমে আবেদনটি নামঞ্জুর করা হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে কারণ উল্লেখপূর্বক লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

১৫। **পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা।**—(১) লাল শ্রেণির কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকা অনুসারে তালিকাভুক্ত পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শকের দ্বারা অনুমোদিত কার্যপরিধির ভিত্তিতে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা পরিচালনা করিয়া পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেসকল সেক্টরের জন্য অধিদপ্তরের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ নির্দেশিকা নাই সেই সকল সেক্টরের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা পরিচালনার জন্য কোনো আন্তর্জাতিক বা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ নির্দেশিকা অনুসরণ করা যাইবে এবং এইক্ষেত্রে উহা সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা, নীতিমালা বা সিদ্ধান্তের পরিপন্থি কিনা উহা বিবেচনা করিতে হইবে।

(২) তালিকাভুক্ত পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শক পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের সহিত আলোচনাক্রমে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তাহাদের কার্যক্রম সম্পাদন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা যাইবে।

(৩) তালিকাভুক্ত পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শকগণ পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা প্রতিবেদন ও এই প্রতিবেদনের অংশ হিসাবে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে তফসিল-১১ এ উল্লিখিত নির্দেশিকা অনুসরণ করিবেন।

(৪) লাল শ্রেণির কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় উল্লিখিত সকল কার্যক্রম, পদক্ষেপ, পরিকল্পনাসমূহ বা পরিবীক্ষণ কর্মসূচিসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হইবে মর্মে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাকে ফরম-৬ অনুযায়ী ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে।

(৫) লাল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির নিকট দাখিল করিতে হইবে।

১৬। **পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের জন্য জনমত যাচাই।**—(১) লাল শ্রেণির কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের অংশ হিসেবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রকল্পের বিষয় সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় জনমত যাচাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বৃহদাকার ও বিশেষায়িত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে কিংবা শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থান একাধিক বিভাগে বিস্তৃত হইলে আঞ্চলিক বা জাতীয় পর্যায়ে জনমত যাচাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) জনমত যাচাইয়ের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন ও এতদসংশ্লিষ্ট বাংলা সার-সংক্ষেপের ৩ (তিন) টি সেটসহ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার অনুলিপি প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা জনমত যাচাইয়ের তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করিয়া বহুল প্রচারিত একটি স্থানীয় ও একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন ।

(৪) জনমত যাচাই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাবলি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ও উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তার ওয়েবসাইটে, যদি থাকে, প্রচার করিতে হইবে।

(৫) পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস পর্যন্ত অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটসহ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে মতামত প্রদান করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, খসড়া পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন প্রস্তুতের ৪৫ (পয়ঁতাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে জনমত যাচাই সম্পন্ন করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জনমত যাচাই শেষ করা সম্ভব না হইলে অনধিক ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস সময় বৃদ্ধি করা যাইবে।

(৬) জনমত যাচাই কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোগের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত এবং এতদ্‌বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানকে যথাসম্ভব সম্পৃক্ত করিতে হইবে।

(৭) জনমত যাচাইয়ের সময় সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে নিম্নলিখিত তথ্যাদি উপস্থাপন করিতে হইবে, যথা :—

(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রাথমিক তথ্য;

(খ) প্রকল্পের সম্ভাব্য সুফল;

(গ) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সামাজিক প্রভাব;

(ঘ) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব প্রশমনের উপায়সমূহ; এবং

(ঙ) এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়।

(৮) জনমত যাচাই এর জন্য সভা আয়োজনের অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক উক্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করিতে হইবে।

(৯) উপ-বিধি (৮) অনুযায়ী অনুমোদিত কার্যবিবরণী পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

(১০) জনমত যাচাই প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পরিবেশগত মতামতের আলোকে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিতে হইবে।

১৭। **পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন মূল্যায়ন।**—(১) বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (১) অনুযায়ী পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের তথ্য ও উপাত্ত সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির সভায় আমন্ত্রণ জানানো যাইবে।

(২) পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি কর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইলে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা সংস্থার নিকট হইতে মতামত চাহিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদানের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উক্ত মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান কমিটি উহার সভায় সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নকালে নিম্নলিখিত বিষয়াবলি বিবেচনা করিবে, যথা :—

(ক) নিরূপিত পরিবেশগত প্রভাব, প্রস্তাবিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কর্মসূচি;

(খ) জনমত যাচাই করিয়া প্রাপ্ত মতামত এবং উক্ত মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা;

(গ) সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সম্ভাব্য বিকল্পসমূহ এবং প্রয়োজনে উক্ত প্রকল্পের প্রস্তাবিত সাইট সরেজমিন পরিদর্শন;

(ঘ) প্রতিবেদনের তথ্য অপ্রতুল বলিয়া প্রতীয়মান হইলে অতিরিক্ত তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ; এবং

(ঙ) অবস্থানগত ছাড়পত্রের প্রতিপালনীয় শর্তসমূহ পর্যালোচনা।

(৪) পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের কার্যপরিধির শর্তানুসারে দাখিলকৃত অন্যান্য প্রতিবেদন যেমন, সামাজিক প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন, দুর্ঘটনা ও দুর্যোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত জরুরি পরিকল্পনা, ক্ষতিগ্রস্তদের স্থানান্তর ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত পরিকল্পনা, ঝুঁকি নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা পর্যালোচনা করিবে।

১৮। **পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন অনুমোদন।**—(১) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি, লাল শ্রেণির সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া সুপারিশসহ উহা অনুমোদনের জন্য মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবে, যথা:-

(ক) পরিবেশগত বা সামাজিক প্রভাব পর্যাপ্ত মাত্রায় নিরূপণ করা হইয়াছে কিনা;

(খ) প্রস্তাবিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কর্মসূচি যথার্থ, কার্যকরী, বাস্তবসম্মত এবং পর্যাপ্ত কিনা;

(গ) প্রস্তাবিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব গ্রহণযোগ্য মানমাত্রার মধ্যে থাকিবে কিনা; এবং

(ঘ) সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প প্রস্তাব সরকারি নীতি এবং পরিকল্পনার পরিপন্থি কিনা।

(২) বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (৫) অনুযায়ী পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন দাখিলের অনধিক ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন অনুমোদন করা হইবে।

(৩) পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি কর্তৃক পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন অনুমোদনের সুপারিশ মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হইলে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তফসিল-৭ এ উল্লিখিত ফি জমা প্রদানের জন্য আহ্বান করিবে।

(৪) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী ফি জমা প্রদানের প্রমাণক সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে দাখিলের অনধিক ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে।

(৫) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থানগত ছাড়পত্রের আবেদনের উপর পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির কোনো আপত্তি থাকিলে উহার উপর মহাপরিচালক কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৬) সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা উপ-বিধি (৩) অনুযায়ী লিখিত আপত্তি পাইবার ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট আবেদন নামঞ্জুর করা যাইবে।

(৭) অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা ভূমি উন্নয়ন, অবকাঠামো বা স্থাপনা নির্মাণ, লেটারস্ অব ক্রেডিট (এল,সি) খোলাসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম আরম্ভ করিতে পারিবে।

(৮) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত অনুমোদিত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন জনসাধারণের অবগতির জন্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করিতে হইবে।

১৯। **পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি।**—(১) অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প চালু করার উদ্দেশ্য উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন পাইবার পর অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া অবস্থানগত ছাড়পত্রের শর্তাবলি, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের সুপারিশসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনাক্রমে অভিমতসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করিয়া উহার অনুলিপি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলিক বা বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদনসহ সংশ্লিষ্ট কাগজাদি পর্যালোচনাক্রমে পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূল পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে মহাপরিচালকের নিকট অভিমতসহ সুপারিশ প্রদান করিবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) অনুযায়ী প্রাপ্ত সুপারিশ মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর সংশ্লিষ্ট কার্যালয় উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করিবে।

(৬) সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের নিকট হইতে পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদনপত্র নামঞ্জুর করা হইলে নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, লাল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প চলমান থাকা অবস্থায় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কার্যকারিতা ও প্রাসঙ্গিক নূতন কোনো পরিবেশগত বা সামাজিক ইস্যু বিবেচনায় পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন হালনাগাদ করিবার জন্য অধিদপ্তর কর্তৃক উদ্যোক্তাকে নির্দেশনা প্রদান করা যাইবে।

২০। **অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ।**—(১) সবুজ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ হইবে উহা ইস্যুর তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর যা ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর অন্তর নবায়নযোগ্য হইবে।

(২) হলুদ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থানগত ছাড়পত্র অথবা পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ হইবে উহা ইস্যুর তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর যা ২ (দুই) বৎসর অন্তর অন্তর নবায়নযোগ্য হইবে।

(৩) কমলা ও লাল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থানগত ছাড়পত্র অথবা পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ হইবে উহা ইস্যুর তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর যা ১ (এক) বৎসর অন্তর অন্তর নবায়নযোগ্য হইবে।

২১। **অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন পদ্ধতি।**—(১) সকল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থানগত ছাড়পত্রের মেয়াদ শেষ হইবার কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে উহা নবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়নের জন্য ফরম-৪ পূরণ করে তফসিল-৭ এ উল্লিখিত ফি প্রদানপূর্বক বিধি ৭ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট কার্যালয় শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সাইট সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক যদি সন্তুষ্ট হয় যে, অবস্থানগত ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে তাহা হইলে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন করিবে।

২২। **পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন পদ্ধতি।**—(১) সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের জন্য ফরম-৫ পূরণপূর্বক তফসিল-৭ এ উল্লিখিত ফি প্রদানপূর্বক বিধি ৭ এ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে।

(২) পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর উক্ত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তাবলি প্রতিপালন ও অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত মানমাত্রাসহ প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমসমূহ গ্রহণযোগ্য হইলে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক সবুজ ও হলুদ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমলা ও লাল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের বিষয়ে মতামত, পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ সংশ্লিষ্ট কাগজাদি মহানগর, আঞ্চলিক বা বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী প্রাপ্ত সুপারিশ মহানগর, আঞ্চলিক বা বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর সংশ্লিষ্ট কার্যালয় উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করিবে।

২৩। **অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতীত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ।—** (১) বিধি ৬ এ উল্লিখিত প্রযোজ্যক্ষেত্রে, অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প পরিচালিত হইতেছে বলিয়া তথ্য পাওয়া গেলে মহাপরিচালক উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে কারণ দর্শাইবার জন্য অনধিক ১০ (দশ) কার্যদিবস সময় প্রদান করিয়া নোটিশ প্রদান করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী কারণ দর্শানোর জবাব প্রাপ্তির অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে শুনানির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী শুনানী গ্রহণের পর মহাপরিচালক সন্তুষ্ট না হইলে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারীসহ উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ করিয়া বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ইত্যাদি সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিবেন অথবা প্রয়োজনীয় অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) অনুযায়ী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের পর সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প পুনরায় চালু করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য ফরম-৩ পূরণ করে সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র ও বিবরণ, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং তফসিল-৭ এ উল্লিখিত ফি প্রদানপূর্বক বিধি ৭ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে।

(৫) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতীত পরিচালনা করা হইলে মহাপরিচালক পরিবেশের ক্ষতি নিরূপণ করিয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) অনুযায়ী মহাপরিচালক কর্তৃক কোনো ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হইলে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা উহা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৭) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের স্বত্বাধিকারী বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদান বা নির্দেশিত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইলে মহাপরিচালক আইনের ধারা (৭) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২৪। **পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির গঠন।**—(১) আইনের ধারা ১২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহাপরিচালক—

(ক) লাল শ্রেণিভুক্ত এবং প্রযোজ্য কমলা শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে পরিচালক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে আহ্বায়ক করিয়া অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি গঠন করিতে পারিবেন;

(খ) প্রযোজ্য কমলা শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য অধিদপ্তরের আঞ্চলিক, বিভাগীয় বা মহানগর কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় প্রধানকে আহ্বায়ক করিয়া উক্ত কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ন্যূনতম ৩ (তিন) সদস্যের একটি পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি গঠন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মহানগর, বিভাগীয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটিতে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের আওতাধীন জেলা কার্যালয়ের কার্যালয় প্রধানকে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান কমিটি সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব বিষয়ে বিশেষ অবদান রাখিতে সক্ষম এইরূপ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির সদস্যগণ, সরকারি বিধি মোতাবেক, সম্মানী প্রাপ্য হইবেন।

২৫। **পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান কমিটির কার্যাবলি।**—(১) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান কমিটির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) লাল শ্রেণিভুক্ত শিল্প বা প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের কার্যপরিধি এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;

(খ) পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের কার্যপরিধি ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে মহাপরিচালকের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(গ) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ধরন ও বৈশিষ্ট বিবেচনাপূর্বক ছাড়পত্রের শর্তাবলি নির্ধারণ;

(ঘ) প্রযোজ্য কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন ও ছাড়পত্রের আবেদন পর্যালোচনাক্রমে ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে মহাপরিচালকের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(ঙ) লাল ও প্রযোজ্য কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন ও ছাড়পত্রের আবেদন পর্যালোচনাক্রমে ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে মহাপরিচালকের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(চ) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা কর্তৃক কর্পোরেট সামাজিক এবং পরিবেশগত দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা;

(ছ) লাল ও প্রযোজ্য কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ এবং বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিনির্দেশ অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা;

(জ) প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রস্তাবিত সাইট পরিদর্শন; এবং

(ঝ) আইনের ধারা ১২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কার্য।

(২) অধিদপ্তরের মহানগর, বিভাগীয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির কার্যাবলি:

(ক) প্রযোজ্য কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন ও ছাড়পত্রের আবেদন পর্যালোচনাক্রমে ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(খ) বিদ্যমান প্রযোজ্য কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন ও ছাড়পত্রের আবেদন পর্যালোচনাক্রমে ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(গ) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ধরন ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনাপূর্বক ছাড়পত্রের শর্তাবলি নির্ধারণ;

(ঘ) প্রযোজ্য কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ এবং বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিনির্দেশ অনুমোদন;

(ঙ) প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রস্তাবিত সাইট পরিদর্শন; এবং

(চ) আইনের ধারা ১২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কার্য।

২৬। **অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্র হস্তান্তর।**—(১) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তরিত হইলে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রতিনিধি, দাতা বা গ্রহীতার লিখিত আবেদনক্রমে এবং মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে উহা হস্তান্তর করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী কোনো অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র হস্তান্তরিত হইলে উহার বিপরীতে অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ বা ক্ষতিপূরণের দাবীসহ, যদি থাকে, উহা হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২৭। **আপিল।**—(১) কোনো ব্যক্তি, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা আইন বা এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত কোনো নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করেন নাই এইরূপ কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা আপিল দায়ের করিতে পারিবেন না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আপিলের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজাদি দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

(ক) যে নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইয়াছে উহার সত্যায়িত অনুলিপি;

(খ) হালনাগাদ পরিবেশগত ছাড়পত্রের অনুলিপি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে;

(গ) ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে আপিল ফি বাবদ ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা জমা প্রদানের প্রমাণক;

(ঘ) আইনের ধারা ৭ এর অধীন ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হইলে ধার্যকৃত অর্থের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিতে হইবে; এবং

(ঙ) নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ অনুযায়ী দূষণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বন্ধ রহিয়াছে মর্মে লিখিত অঙ্গীকারনামা।

২৮। **আপিল কর্তৃপক্ষ।**—(১) আইন ও বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি আপিল কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) অতিরিক্ত-সচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়;

(গ) যুগ্ম-সচিব (পরিবেশ-২), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়;

(ঘ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি; এবং

(ঙ) উপ-সচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) চেয়ারম্যান আপিল কর্তৃপক্ষের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত-সচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আপিল কর্তৃপক্ষের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) আপিল কর্তৃপক্ষের সভার কোরামের জন্য চেয়ারম্যানসহ অন্যূন ২ (দুই) জন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) আপিল কর্তৃপক্ষের সদস্যগণ, সরকারি বিধি মোতাবেক, সম্মানী প্রাপ্য হইবেন।

২৯। **আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি।**—(১) আপিল কর্তৃপক্ষ আপিলের আবেদনের উপর শুনানী গ্রহণের জন্য দিন ধার্য করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলকে নোটিশ প্রদান করিবে।

(২) আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল শুনানীর সুবিধার্থে উভয় পক্ষকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর প্রতিবেদন দাখিল করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) আপিলের কোনো আবেদন পাইবার পর আপিল কর্তৃপক্ষ আবেদনের সহিত দাখিলকৃত সংশ্লিষ্ট কাগজাদি, লিখিত বিবরণ এবং প্রয়োজনে মৌখিকভাবে সাক্ষ্য গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করিয়া আবেদনটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) শুনানী গ্রহণক্রমে আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল দায়েরের ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত বাতিল, পরিবর্তন বা সংশোধন করিয়া তদ্‌বিবেচনায় উপযুক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবে।

৩০। **আপিল শুনানির পদ্ধতি।**—(১) শুনানীর জন্য নির্ধারিত তারিখে আপিলকারী উপস্থিত না হইলে আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল খারিজ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আপিল কর্তৃপক্ষ আপিলকারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানীর জন্য উপস্থিত হইবার সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী আপিলের কোনো আবেদন খারিজ করা হইলে খারিজের উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে অনধিক ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে উহা পুনর্বিবেচনার জন্য আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা যাইবে।

(৩) আপিল কর্তৃপক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের স্বাক্ষরে লিখিতভাবে আদেশ জারি করিবে এবং উহার অনুলিপি অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় এবং মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৪) আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন করা যাইবে না।

৩১। **পরিবেশগত মানমাত্রা নির্ধারণ।**—পানির মানমাত্রা তফসিল-২ অনুযায়ী এবং পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের মানমাত্রা সংশ্লিষ্ট বিধিমালার বিধান অনুসারে নির্ধারিত হইবে।

৩২। **তরল বর্জ্য নির্গমনের মানমাত্রা।**—কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পয়ঃনির্গমন মানমাত্রা তফসিল-৩ অনুযায়ী, তরল বর্জ্য নির্গমন মানমাত্রা তফসিল-৪ অনুযায়ী এবং শিল্পশ্রেণি ভিত্তিক তরল বর্জ্য নির্গমনের মানমাত্রা তফসিল-৫ অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

৩৩। **শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য পরিশোধন।**—কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ, উহার অনুমোদন এবং পরিচালনা, তরল বর্জ্যের নির্গমন পরিবীক্ষণ, তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা, তরল বর্জ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি, তরল বর্জ্য নির্গমন পয়েন্ট, স্লাজ পরিত্যজন, ইত্যাদি বিষয় তফসিল-১২ অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

৩৪। **বিভিন্ন সেবা ও উহার ফি।**—অধিদপ্তর কোনো ব্যক্তি, শিল্প প্রতিষ্ঠান, প্রকল্পের উদ্যোক্তা বা সংস্থার আবেদনক্রমে, তফসিল-৮ অনুযায়ী সেবা ফি গ্রহণ করিয়া, পানি, তরল বর্জ্য, বায়ু বা শব্দের নমুনা বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণজাত তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ সেবা প্রদান করিতে পারিবে।

৩৫। **ফিসমূহ প্রদানের পদ্ধতি।**—এই বিধিমালার অধীন নির্ধারিত ফিসমূহ ট্রেজারি চালান, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার বা অন্যান্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিতে হইবে এবং ফি জমা প্রদানের প্রমাণক জমা প্রদানকারী কর্তৃক সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩৬। **পরিবেশগত ক্ষতি নিরূপণ ও ক্ষতিপূরণ আদায়।**—(১) আইনের ধারা ৭ এর অধীন কার্যক্রম গ্রহণের অতিরিক্ত হিসাবে দূষণ নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত দায়ী ব্যক্তি, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের কার্যক্রম স্থগিত করা যাইবে।

(২) ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র স্থগিত, বাতিল করা যাইবে বা নবায়ন করা যাইবে না।

৩৭। **পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ তালিকাভুক্তি।**—(১) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য আগ্রহী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ হিসাবে অধিদপ্তরের নিকট তালিকাভুক্ত হইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোনো দেশি বা বিদেশি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ক্ষেত্রে তালিকাভুক্তির প্রয়োজন হইবে না।

(২) মহাপরিচালক, পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে আবেদন আহ্বান করিয়া ২ (দুই) টি বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, ১ (এক) টি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন।

(৩) পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ হিসাবে তালিকাভুক্তির যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য বিষয়াদি তফসিল-১৩ এর 'ক' অংশ অনুযায়ী হইবে।

(৪) পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করিবার জন্য মহাপরিচালক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত কমিটি আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করিয়া একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন মহাপরিচালকের নিকট পেশ করিবে।

(৬) মহাপরিচালক উপ-বিধি (৫) এর অধীন মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর অনুকূলে তালিকাভুক্তির অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবেন অথবা আবেদন বাতিল করিতে পারিবেন।

(৭) পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ হিসাবে তালিকাভুক্তির আবেদন ফি, তালিকাভুক্তির ফি এবং নবায়ন ফি তফসিল-১৩ এর 'খ' অংশ অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

(৮) পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ হিসাবে তালিকাভুক্তির মেয়াদ হইবে ৩ (তিন) বৎসর যা ৩ (তিন) বৎসর অন্তর অন্তর নবায়নযোগ্য হইবে।

৩৮। **পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ তালিকাভুক্তি বাতিলকরণ, হালনাগাদকরণ, ইত্যাদি।**—(১) কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ত্রুটিপূর্ণ, অসত্য বা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করিয়া তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করিলে বা কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের মালিক বা উদ্যোক্তার নিকট হইতে অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করিলে মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞকে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিয়া তালিকা হইতে বাদ প্রদান করিবেন।

(২) তালিকাভুক্তি হইতে বাদ পড়া কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট কমিটির সুপারিশ সাপেক্ষে পুনরায় তালিকাভুক্ত করিতে পারিবেন।

(৩) মহাপরিচালক, সময় সময়, পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞের তালিকা হালনাগাদ করিবেন।

৩৯। **বিশেষ ঘটনা অবহিতকরণ।**—কোনো স্থানে নির্ধারিত মানমাত্রার অতিরিক্ত পরিবেশ দূষক নির্গত বা নিঃসৃত হইলে বা কোনো দুর্ঘটনা বা অদৃষ্টপূর্ব কোনো ক্রিয়া বা ঘটনার কারণে কোনো স্থান এইরূপ আশংকাযুক্ত হইলে সেই দূষণের ঘটনাস্থল বা দূষণ আশংকাযুক্ত স্থানের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট ঘটনা বা আশংকা সম্পর্কে মহাপরিচালককে অবহিত করিতে হইবে।

৪০। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪ জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জারীকৃত স্মারক নং ২২.০০.০০০০.০৭৫.০৬.০০১.১৮-০২ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও প্রযোজ্যক্ষেত্রে উক্ত বিধিমালার অধীন—

(ক) কৃত সকল কাজ এই বিধিমালার অধীন কৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) প্রদত্ত অবস্থানগত ছাড়পত্র, পরিবেশগত ছাড়পত্র, নোটিশ, আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন এবং আদায়কৃত ক্ষতিপূরণ এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত এবং আদায় হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(গ) নিষ্পন্নাধীন সকল কাজ যতদূর সম্ভব, এই বিধিমালার অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

ফরম-১

পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত প্রতিকারের আবেদন

[বিধি ৩ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর,

মহাপরিচালক

পরিবেশ অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ই-১৬, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

প্রেরক

.....
.....
.....

মহোদয়,

আমি পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত একজন ক্ষতিগ্রস্ত অথবা সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকাগ্রস্ত ব্যক্তি হিসাবে, আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর আওতায় পরিবেশের ক্ষতি অথবা পরিবেশের ক্ষতির আশংকা সম্পর্কে প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছি:

১। পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত ক্ষতিগ্রস্ত বা সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকাগ্রস্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা :

২। ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কারণ :

৩। ক্ষতিগ্রস্ত হইবার স্থান :

৪। ক্ষতির/সম্ভাব্য ক্ষতির বিবরণ :

৫। ক্ষতি সংঘটিত হইবার সময় :

৬। ক্ষতি ঘটানোর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ/প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির নাম ও ঠিকানা :

৭। প্রার্থিত প্রতিকার :

তারিখ : ..... স্বাক্ষর : .....

ফরম-২

নমুনা সংগ্রহের জন্য নোটিশ

[বিধি ৪ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]

নং..... তারিখ : .....

প্রতি

.....
.....
.....

যেহেতু আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের *** ..... হইতে কঠিন বর্জ্য/তরল বর্জ্য/গ্যাসীয় নিঃসরণ/মাটি দূষক বিশ্লেষণের জন্য .....তারিখ ..... ঘটিকায় সংশ্লিষ্ট বর্জ্য পদার্থের নমুনা বিশ্লেষণের জন্য কারখানা, প্রাঙ্গন বা স্থান হইতে বায়ু, পানি, মাটি বা অন্যবিধ পদার্থের নমুনা সংগ্রহ করা প্রয়োজন সেহেতু নমুনা সংগ্রহের তারিখে আপনাকে/আপনার উপযুক্ত প্রতিনিধিকে শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা প্রকল্পে উপস্থিত থাকিয়া নমুনা সংগ্রহে সহযোগিতা প্রদান এবং সংগৃহীত নমুনা পত্রে স্বাক্ষর দানের জন্য আপনাকে এতদ্দ্বারা নোটিশ প্রদান করা হইল।

নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নাম—

পদবি—

নোট:

*** বর্জ্যপ্রবাহ, স্ট্যাক, ইত্যাদি উৎস যে সূত্র হইতে নমুনা সংগ্রহ করা হইবে উহার বিবরণ।

ফরম-৩

অবস্থানগত ছাড়পত্র/পরিবেশগত ছাড়পত্র এর জন্য আবেদনপত্র

[বিধি ৯ এর উপ-বিধি (১), বিধি ১০ এর উপ-বিধি (১), বিধি ১১ এর উপ-বিধি (১), বিধি ১২ এর উপ-বিধি (১), বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (১) ও বিধি ২৩ এর উপ-বিধি (৪) দ্রষ্টব্য]

শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য

বরাবর,

জনাব,

আমি আমার প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান/বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান এর জন্য নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাদিসহ কাগজপত্র জমা প্রদান করিয়া অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র এর জন্য আবেদন করিতেছি :

১। শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম :

(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবস্থানগত ঠিকানা :

(খ) অফিসের বর্তমান ঠিকানা :

২। (ক) প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান :

(অ) সম্ভাব্য প্রকল্প ব্যয় :

(আ) জমির পরিমাণ :

(ই) নির্মাণ শুরুর সম্ভাব্য তারিখ :

(ঈ) নির্মাণ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ :

(উ) শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষামূলক উৎপাদনের সম্ভাব্য তারিখ :

(খ) বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান :

(অ) শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরুর তারিখ :

(আ) মোট বিনিয়োগকৃত অর্থ :

৩। প্রস্তাবিত প্রকল্প পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাভুক্ত কিংবা তফসিল-৯ এ বর্ণিত নিষিদ্ধ এলাকার অন্তর্ভুক্ত কী না :

৪। উৎপন্ন দ্রব্যের নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) :

৫। (ক) কাঁচামালের নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) :

(খ) কাঁচামালের উৎস :

৬। (ক) দৈনিক পানি ব্যবহারের পরিমাণ :

(খ) পানির উৎস :

৭। (ক) জ্বালানির নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) :

(খ) বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ (কিলোওয়াট ঘণ্টায়) এবং বিদ্যুতের উৎস :

৮। (ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানের লোকেশন ম্যাপ :

(খ) লে-আউট প্ল্যান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বর্জ্য পরিশোধনাগারে অবস্থান নির্দেশিত) :

৯। (ক) উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিবরণ :

(খ) উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফ্লো-ডায়াগ্রাম :

১০। (ক) কঠিন বর্জ্যের প্রকৃতি :

(খ) দৈনিক সম্ভাব্য কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ :

১১। (ক) দৈনিক সম্ভাব্য তরল বর্জ্যের পরিমাণ (ঘনমিটারে) :

(খ) তরল বর্জ্যের নির্গমনস্থল :

১২। গ্যাসীয় দূষকের প্রকৃতি এবং ইহার নির্গমন পদ্ধতি :

১৩। সম্ভাব্য শব্দদূষণের উৎস ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা :

১৪। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থপনা পদ্ধতি :

১৫। তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)*:

১৬ বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)**:

১৭। পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা জন্য গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি :

১৮। জমির তফসিল ও মৌজা ম্যাপ :

১৯। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এর অনুমতিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

২০। (ক) প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন/পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের কার্যপরিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

(খ) পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

২১। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

২২। প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর (সিলমোহরসহ)

নাম :

ঠিকানা :

ফোন :

ই-মেইল :

তারিখ :

ঘোষণা :

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সত্য এবং ইহাতে কোনো তথ্য গোপন বা বিকৃত করা হয় নাই।

(উদ্যোক্তার নাম ও স্বাক্ষর)

নোট:

*তফসিল-১২ অনুসারে তরল বর্জ্য পরিশোধন সংক্রান্ত দলিল দাখিল করিতে হইবে।

** বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দলিল দাখিল করিতে হইবে।

*** প্রত্যেক পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তা বা তাহার প্রতিনিধির স্বাক্ষর ও সিল থাকিতে হইবে।

অবকাঠামো প্রকল্পের জন্য

বরাবর,

জনাব,

আমি আমার প্রস্তাবিত অবকাঠামো প্রকল্প অথবা বিদ্যমান অবকাঠামো প্রকল্পের জন্য নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাদিসহ কাগজপত্র জমা দিয়া অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য আবেদন করিতেছি :

১। প্রকল্পের নাম :

(ক) প্রকল্পের অবস্থানগত ঠিকানা :

(খ) অফিসের বর্তমান ঠিকানা :

২। (ক) প্রস্তাবিত প্রকল্প :

(অ) সম্ভাব্য প্রকল্প ব্যয় :

(আ) প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ শুরুর সম্ভাব্য তারিখ :

(ই) প্রকল্প সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ :

(ঈ) প্রকল্প চালু হইবার সম্ভাব্য তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

(খ) বিদ্যমান প্রকল্প :

(অ) প্রকল্প চালু হইবার তারিখ :

(আ) মোট বিনিয়োগকৃত অর্থ :

৩। প্রকল্পের জমির বিবরণ :

(অ) মোট জমির পরিমাণ (একর) :

(আ) জমির মালিকানার বিবরণ :

(একর)

ক্রয়সূত্রে	রেকর্ডসূত্রে	লিজ	পাওয়ার অব অ্যাটর্নি	খাস বা সরকারি	অন্যান্য	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)

(ই) প্রকল্পভুক্ত জমির ধরন/বর্তমান অবস্থা :

(একর)

কৃষি/নাল	বসত ভিটা	অকৃষি	পাহাড়/টিলা	পুকুর/জলাশয়	প্রাকৃতিক জলাভূমি	অন্যান্য	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

(ঈ) প্রস্তাবিত প্রকল্প পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাভুক্ত কিংবা তফসিল-৯ এ বর্ণিত নিষিদ্ধ এলাকার অন্তর্ভুক্ত কিনা :

৪। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম (ভূমি উন্নয়ন, অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালন পর্যায়) :

৫। (ক) প্রকল্প উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান উপকরণসমূহের নাম ও পরিমাণ :

(খ) উপকরণসমূহের উৎস :

৬। (ক) দৈনিক পানি ব্যবহারের পরিমাণ :

(খ) পানির উৎস :

৭। (ক) জ্বালানির নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) :

(খ) বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ (কিলোওয়াট ঘণ্টায়) এবং বিদ্যুতের উৎস :

৮। (ক) প্রকল্পের লোকেশন ম্যাপ :

(খ) লে-আউট প্ল্যান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ড্রেনেজ/বর্জ্য/পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত) :

৯। (ক) প্রকল্পের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও জমির বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

(খ) ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

১০। (ক) কঠিন বর্জ্যের প্রকৃতি :

(খ) দৈনিক সম্ভাব্য কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ :

১১। (ক) দৈনিক সম্ভাব্য তরল বর্জ্যের পরিমাণ (ঘনমিটারে) :

(খ) তরল বর্জ্যের নির্গমন স্থল :

১২। বায়বীয় দূষকের প্রকৃতি এবং ইহার নির্গমন পদ্ধতি :

১৩। সম্ভাব্য শব্দদূষণের উৎস ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা :

১৪। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থপনা পদ্ধতি :

১৫। তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)* :

১৬। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)** :

১৭। পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি :

১৮। জমির তফসিল ও মৌজা ম্যাপ :

১৯। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ-এর অনুমতিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

২০। (ক) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের কার্যপরিধি :

(খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন :

২১। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

২২। প্রজেক্ট প্রোফাইল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

২৩। প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর (সিলমোহরসহ)

নাম :

ঠিকানা :

ফোন :

ই-মেইল :

তারিখ :

ঘোষণা :

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সত্য এবং ইহাতে কোনো তথ্য গোপন বা বিকৃত করা হয় নাই।

(উদ্যোক্তার নাম ও স্বাক্ষর)

নোট:

* তফসিল-১২ অনুসারে তরল বর্জ্য পরিশোধন সংক্রান্ত দলিল দাখিল করিতে হইবে।

** বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দলিল দাখিল করিতে হইবে।

*** প্রত্যেক পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তা বা তাহার প্রতিনিধির স্বাক্ষর ও সিল থাকিতে হইবে।

স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের জন্য

বরাবর,

জনাব,

আমি আমার প্রস্তাবিত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান অথবা বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের জন্য নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাদিসহ কাগজপত্র জমা দিয়া অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য আবেদন করিতেছি :

১। (ক) স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের নাম :

(খ) প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :

২। (ক) প্রস্তাবিত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের বিবরণ

(অ) সম্ভাব্য প্রকল্প ব্যয় :

(আ) প্রকল্পের কাজ শুরুর সম্ভাব্য তারিখ :

(ই) প্রকল্প সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ :

(ঈ) প্রকল্প চালু হইবার সম্ভাব্য তারিখ :

(খ) বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের বিবরণ

(অ) প্রতিষ্ঠান চালু হইবার তারিখ :

(আ) মোট বিনিয়োগকৃত অর্থ :

৩। প্রকল্পের জমির বিবরণ :

(অ) মোট জমির পরিমাণ :

(আ) অবকাঠামো দ্বারা আচ্ছাদিত জমির পরিমাণ :

(ই) প্রস্তাবিত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের ভবনের অন্যান্য ব্যবহার (যেমন : আবাসিক, বাণিজ্যিক ইত্যাদি) :

৪। স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের ধরন (প্রযোজ্যটিতে টিক চিহ্ন দিন) : (ক) ক্লিনিক (খ) ডায়াগনস্টিক সেন্টার (গ) হাসপাতাল

৫। প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত সেবা (প্রযোজ্যটিতে টিক চিহ্ন দিন বা প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করুন):

(ক) ডায়াগনস্টিক সেন্টার :

(অ) প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি (আ) রেডিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন (ই) বিবিধ ইনভেস্টিগেশন (ঈ) অন্যান্য .....

(খ) ক্লিনিক (প্রযোজ্যটিতে টিকচিহ্ন দিন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করুন) :

(অ) ডাক্তার কনসালটেশন (আ) প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি (ই) রেডিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন (ঈ) বিবিধ ইনভেস্টিগেশন (উ) ইমুনাইজেশন (ঊ) সার্জিক্যাল অপারেশন (ঋ) অন্যান্য .....

(গ) হাসপাতাল (প্রযোজ্যটিতে টিক চিহ্ন দিন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করুন) :

(অ) ডাক্তার কনসালটেশন (আ) প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি (ই) রেডিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন (ঈ) বিবিধ ইনভেস্টিগেশন (উ) ইমুনাইজেশন (ঊ) ওপিডি (Out Patient Department) (ঋ) আইপিডি (In Patient Department) (এ) আইপিডি-এর ক্ষেত্রে শয্যা সংখ্যা :..... (ঐ) সার্জিক্যাল অপারেশন (ও) অন্যান্য.....

৬। (ক) দৈনিক পানি ব্যবহারের পরিমাণ :

(খ) পানির উৎস :

৭। (ক) প্রকল্পের লোকেশন ম্যাপ :

(খ) লে-আউট প্ল্যান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত) :

৮। (ক) দৈনিক সম্ভাব্য সাধারণ কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ :

(খ) দৈনিক সম্ভাব্য চিকিৎসা-বর্জের পরিমাণ :

৯। (ক) দৈনিক সম্ভাব্য তরল বর্জের পরিমাণ (ঘনমিটারে) :

(খ) তরল বর্জ্যের নির্গমন স্থল :

১০। সাধারণ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থপনা পদ্ধতি :

১১। ঝুঁকিপূর্ণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি :

১২। তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)* :

১৩। পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি :

১৪। জমির তফসিল এবং মৌজা ম্যাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

১৫। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ-এর অনুমতিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

১৬। (ক) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের কার্যপরিধি:

(খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন:

১৭। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

১৮। প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর (সিলমোহরসহ)

নাম :

ঠিকানা :

ফোন :

ই-মেইল :

তারিখ :

ঘোষণা :

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সত্য এবং ইহাতে কোনো তথ্য গোপন বা বিকৃত করা হয় নাই।

(উদ্যোক্তার নাম ও স্বাক্ষর)

নোট:

* তফসিল-১২ অনুসারে তরল বর্জ্য পরিশোধন সংক্রান্ত দলিল দাখিল করিতে হইবে।

** প্রত্যেক পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তা বা তাহার প্রতিনিধির স্বাক্ষর ও সিল থাকিতে হইবে।

ফরম-৪

অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়নের আবেদনপত্র

[বিধি ২১ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর,

জনাব,

আমি আমার বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের জন্য নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাদিসহ কাগজপত্র জমা দিয়া অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়নের জন্য আবেদন করিতেছি :

১. শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম :

২. শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থানগত ঠিকানা :

৩. (ক) প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে

(অ) উৎপাদিতব্য পণ্যের নাম :

(আ) পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক) :

(খ) প্রস্তাবিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে

(অ) প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম :

৪. অবস্থানগত ছাড়পত্র জারির স্মারক নম্বর:.....তারিখ : .....

(ক) সর্বশেষ নবায়নের তারিখ :..... মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ : .....

৫. প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত অর্থ: ..... টাকা

৬. ছাড়পত্র নবায়ন ফি বাবদ প্রদেয় অর্থ:

ট্রেজারি চালান নম্বর :....., তারিখ : .....

ব্যাংকের নাম :....., শাখা : .....

৭. ছাড়পত্র নবায়ন ফি'র উপর মূসক বাবদ প্রদেয় অর্থ :

ট্রেজারি চালান নম্বর:....., তারিখ : .....

ব্যাংকের নাম:....., শাখা :.....

৮. কারখানার নির্মাণ কার্যক্রম/প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম:

কারখানা/প্রকল্পের কার্যক্রম	o চলমান	o বন্ধ	o বন্ধ থাকিলে উহার তারিখ: ...../...../.....
উৎপাদন প্রক্রিয়া বা উন্নয়ন কার্যক্রমের কোনো পরিবর্তন হইয়াছে কিনা?	o হ্যাঁ	o না	o হ্যাঁ হইলে তথ্য প্রদান করুন :

৯. কারখানা নির্মাণ বা প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট বর্জ্য:

বর্জ্যের ধরন	**বিবরণ**	**পরিমাণ (...../দৈনিক)**
সাধারণ কঠিন বর্জ্য		
তরল বর্জ্য		
বায়বীয় বর্জ্য		
ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (Hazardus waste)		
অন্যান্য বর্জ্য		

১০. দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা:

(ক) তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা	
(খ) বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	
(গ) কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	
(ঘ) পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা	
(ঙ) অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	
(চ) শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	

১১. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা:

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা	o বুট o হ্যালমেট o এপ্রোন/উপযুক্ত পোশাক	o ডাস্ট মাস্ক/রেস্পেরেটোরি মাস্ক o সেফটি গ্লাস o হ্যান্ড গ্লাভস্	o ফার্স্ট এইড

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সত্য এবং ইহাতে কোনো তথ্য গোপন বা বিকৃত করা হয় নাই।

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর :

(সিলমোহরসহ)

নাম :

ঠিকানা :

ফোন :

তারিখ :

নোট:

* আবেদনকারী এই আবেদন ও সংযুক্ত কাগজপত্রের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করিবেন।

ফরম-৫

পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের আবেদনপত্র

[বিধি ২২ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর,

জনাব,

আমি আমার বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের জন্য নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাদিসহ কাগজপত্র জমা প্রদান করিয়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের জন্য আবেদন করিতেছি :

১.শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম : .....

২.শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের ঠিকানা: .....

৩.(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক) : .....

(খ) প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম : .....

৪.পরিবেশগত ছাড়পত্র জারির স্মারক নম্বর :.....তারিখ : ...../...../.....

৫. সর্বশেষ নবায়নের তারিখ: ...../...../..... মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ : ...../...../.....

৬. প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত অর্থ : ..... টাকা

৭. ছাড়পত্র নবায়ন ফি বাবদ প্রদেয় অর্থ :
ট্রেজারি চালান নম্বর:....., তারিখ : ...../...../.....
ব্যাংকের নাম:....., শাখা : .....

৮. ছাড়পত্র নবায়ন ফি-এর উপর মূসক বাবদ প্রদেয় অর্থ :

ট্রেজারি চালান নম্বর:....., তারিখ : ...../...../.....

ব্যাংকের নাম:....., শাখা : .....

৯. কারখানা বা প্রকল্পের কার্যক্রম :

কারখানা/প্রকল্পের বর্তমান কার্যক্রম	o চালু	o বন্ধ	o বন্ধ থাকিলে, বন্ধ হইবার তারিখ : ...../...../.....
কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া বা প্রকল্পের কার্যক্রমের কোনো পরিবর্তন হইয়াছে কী না?	o হ্যাঁ	o না	o হ্যাঁ হইলে নিম্নে তথ্য প্রদান করুন :

১০. কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া বা প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট বর্জ্য :

বর্জ্যের ধরন	বর্জ্যের বিবরণ	পরিমাণ (...../দৈনিক)
সাধারণ কঠিন বর্জ্য		
তরল বর্জ্য		
বায়বীয় বর্জ্য		
ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (Hazardous Waste)		
অন্যান্য বর্জ্য		

১১. তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

ইটিপির পরিশোধন ক্ষমতা	.....ঘন মিটার/দৈনিক		ইটিপির ধরন	○ রাসায়নিক ○ জৈব রাসায়নিক	o বায়োলজিক্যাল o অন্যান্য
ফ্লো-মিটার	অদ্যকার তারিখ		অদ্যকার রিডিং		মোট প্রবাহ (ঘনমিটার)
	পূর্ববর্তী তারিখ		পূর্ববর্তী রিডিং		
ইটিপি হইতে সৃষ্ট স্লাজ ব্যবস্থাপনা	ডিওয়াটারিং	o			
	সংরক্ষণ	o			
	পরিত্যজন	o			
তরল বর্জ্য চূড়ান্ত নির্গমন স্থল		o			
ইটিপির কার্যকারিতা		o ইটিপি চলমান		o ইটিপি বন্ধ	

১২. তরল বর্জ্যের বিশ্লেষিত ফলাফল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : সর্বশেষ প্রাপ্ত ফলাফল সংযুক্ত করিতে হইবে।

১৩. বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা :

গ্যাসীয় নির্গমনের উৎস	o বয়লার (জ্বালানি: কয়লা/ডিজেল/ গ্যাস)	o ফার্নেস/স্ম্যাল্টার	o পাল্‌ভারিজেশন/গ্রাইন্ডিং
	o বাফিং/মেটাল পলিশিং	o অ্যাসিডিক ফিউম	o মিক্সিং/Material Handing
	o কুকিং/কিচেন ইমিশন	o	o
	o	o	o
বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ	o চিমনি (ভূমি/ছাদ হইতে উচ্চতা-----মি.)	o ওয়েট স্ক্রাবার/ ইএসপি	o ডাস্ট কালেক্টর (ব্যাগ ফিল্টার/ সাইক্লোন)
	o চ্যানেলাইজেশন: হুড, ডাক্টিং এবং সাকশান ব্যবস্থা		o নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা : সাইক্লোন/ওয়েট স্ক্রাবার/ .....
	o চতুর্দিক হইতে ঘেরিয়া ফেলা o পানি স্প্রে	o ড্রাই এক্সট্রাকশন কাম ব্যাগ ফিল্টার	o ক্লোজড বেল্ট কনভেয়র

১৪. গ্যাসীয় নিঃসরণের বিশ্লেষিত ফলাফল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : সর্বশেষ প্রাপ্ত ফলাফল সংযুক্ত

১৫. শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

শব্দদূষণের উৎস	o o o o
শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	
পরিমাপকৃত শব্দের মাত্রা	o সর্বশেষ প্রাপ্ত ফলাফল সংযুক্ত

১৬. অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা :

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	o ডাম্পিং/ল্যান্ড ফিলিং o পুনচক্রায়ন	o কম্পোস্টিং o বিক্রয় o	o নিয়ন্ত্রিত ইনসিনেরেশন o পোড়ানো o
পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা	o সেপ্টিক ট্যাংক o এসটিপি	o গণ পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালিতে অপসারণ	o o

১৭. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা :

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবহার	o বুট o হ্যালমেট o এপ্রোন/উপযুক্ত পোশাক	o ডাস্টমাস্ক/ o রেস্পেরেটোরি মাস্ক o সেফটি গ্লাস o হ্যান্ড গ্লাভস	o ফার্স্ট এইড o o

১৮. জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা অনুমোদন করা হইয়াছে কী না?	o হ্যাঁ	o না
জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা অনুমোদিত হইলে	o অনুমোদনের তারিখ : .../...../.....	o বাস্তবায়ন সমাপ্তির তারিখ:..../..../...
জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত বিবরণ দিন :		

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সত্য এবং ইহাতে কোনো তথ্য গোপন বা বিকৃত করা হয় নাই।

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর :

(সিলমোহরসহ)

নাম:

ঠিকানা:

ফোন:

তারিখ:

নোট:

*আবেদনকারী এই আবেদন ও সংযুক্ত কাগজপত্রের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করিবেন।

ফরম-৬

ঘোষণাপত্র

[বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (৪) দ্রষ্টব্য]

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমার জ্ঞাতসারে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হইয়াছে। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় উল্লিখিত সকল কার্যক্রম/পদক্ষেপ/পরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য আমি দায়ী থাকিব।

শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম.....

শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের ঠিকানা.....

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর

(সিলমোহরসহ)

নাম :

ঠিকানা :

ফোন : ফ্যাক্স :

তারিখ : ই-মেইল :

তফসিল-১

বিভিন্ন শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের তালিকা

[বিধি ৫ এর উপ-বিধি (২), বিধি ৫ এর উপ-বিধি (২) এর শর্তাংশ, বিধি ১২ এর উপ-বিধি (৪) ও বিধি ১৩ এর উপ-বিধি (৩) দ্রষ্টব্য]

সবুজ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
১।	কনফেকশনারি ও বেকারি (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত)।
২।	গুড়া দুধ রি-প্যাকিং।
৩।	গম, ধান, হলুদ-মরিচ, ডাল মিল (মূলধন ১০ লক্ষ টাকা হইতে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, শুষ্ক প্রক্রিয়া)।
৪।	মুড়ি/চিড়া মিল (মূলধন ১০ লক্ষ টাকা হইতে ৫০ লক্ষ পর্যন্ত)।
৫।	চানাচুর/চিপ্স প্রস্তুত (১০ লক্ষ টাকা হইতে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)।
৬।	বোতলজাত খাবার পানি।
৭।	চা প্রক্রিয়াকরণ, ব্লেন্ডিং ও প্যাকেটজাতকরণ।
৮।	ক্যান্ডি (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত)।
৯।	কাঠ/ধাতব আসবাবপত্র তৈরি (মূলধন ১০ লক্ষ হইতে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)।
১০।	ছাপাখানা (Printing Press)।
১১।	কার্ড বোর্ড, করুগেটেড বক্স ও কাগজের সামগ্রী (পেপার ও পাল্প প্রস্তুত ব্যতীত)
১২।	প্লাস্টিক এবং জৈব পচনশীল প্লাস্টিকের মোড়ক তৈরি ও প্রিন্টিং।
১৩।	যানবাহন মেরামত ওয়ার্কশপ (মূলধন ২০ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)।
১৪।	চশমার ফ্রেম প্রস্তুত।
১৫।	ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ (মূলধন ২০ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)।
১৬।	খেলনা প্রস্তুত ও সংযোজন।
১৭।	ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী সংযোজন।
১৮।	বাইসাইকেল সংযোজন (ইলেকট্রোপ্লেটিং/গ্যালভানাইজিং ব্যতীত)।
১৯।	কলম ও বলপেন প্রস্তুত।
২০।	বরফ কল।

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
২১।	কর্ক সামগ্রী প্রস্তুত।
২২।	সুতা কোনিং, ড্রয়েস্ট্রিং, ইন্টার লাইনিং, ইলাস্টিক প্রস্তুত।
২৩।	গার্মেন্টস অ্যাক্সেসরিজ (ওয়াশিং ও ডাইং ব্যতীত)।
২৪।	প্লাস্টিক সামগ্রী (পিভিসি বাদে) এবং জৈব পচনশীল প্লাস্টিক সামগ্রী প্রস্তুত ।
২৫।	প্রাণিসম্পদ খামার (সংখ্যা ১৫ টি হইতে ২৫ টি পর্যন্ত)।
২৬।	খেলাধুলার সামগ্রী প্রস্তুত।
২৭।	রেস্টুরেন্ট (মূলধন ৩০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে)।
২৮।	হিমাগার।
২৯।	জীবাণু সার।
৩০।	কম্পোস্ট প্ল্যান্ট (দৈনিক অনধিক ৫ টন ক্ষমতাসম্পন্ন)।
৩১।	সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট (১ মেগাওয়াট পর্যন্ত অফগ্রিড)।
৩২।	(সিএনজি/এলপিজি/এলএনজি/জ্বালানি গ্যাস) ফিলিং স্টেশন।

টিকা:

এই তালিকার বাহিরে সকল শিল্পখাতভুক্ত কুটির শিল্প পরিবেশগত ছাড়পত্রের চাহিদার বাহিরে থাকিবে। (কুটির শিল্প বলিতে পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পূর্ণ বা খন্ডকালীন উৎপাদন অথবা সেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত এবং সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ সীমাবদ্ধ শিল্পসমূহ বুঝাইবে)।

হলুদ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
১।	লবণ প্রস্তুত (মূলধন ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)।
২।	গম, ডাল ও মসলা মিল (মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে)।
৩।	চাউল কল (সিদ্ধ, শুকানো ও ভাঙানো, দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টন পর্যন্ত)।
৪।	কনফেকশনারি ও বেকারি (দৈনিক উৎপাদান ক্ষমতা ৫০০ কিলোগ্রামের উর্ধ্বে)।
৫।	চানাচুর/চিপস্ প্রস্তুত (মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে)।
৬।	মুড়ি/চিড়া প্রস্তুত (মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে)।
৭।	ভোজ্য তৈল মিল (পরিশোধন ব্যতীত)
৮।	মৎস্য ও প্রাণিখাদ্য প্রস্তুত (Feed mill)।
৯।	আয়ুর্বেদিক/হোমিওপ্যাথিক/ইউনানি ঔষধ প্রস্তুত (মূলধন অনধিক ৫০ লক্ষ টাকা)।
১০।	বস্ত্র নিটিং/উইভিং।
১১।	জুতা ও চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুত (শুষ্ক প্রক্রিয়া)।
১২।	ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ (মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে)।
১৩।	মোটরযান মেরামত ওয়ার্কশপ (মূলধন ২০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে)।
১৪।	ধাতব সার্কেল হইতে শুধু চাপের সাহায্যে তৈজসপত্র (শুষ্ক যান্ত্রিক পদ্ধতি)
১৫।	আঠা (অ্যানিম্যাল গ্লু ব্যতীত)।
১৬।	বর্জ্য প্লাস্টিক পুনচক্রায়ন (মূলধন ১০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে প্যাইরোলাইসিস ব্যতীত)।)।
১৭।	দিয়াশলাই প্রস্তুত।
১৮।	কাঠ/ধাতব আসবাবপত্র তৈরি (মূলধন ২০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে।
১৯।	ধাতব প্রলেপযুক্ত পিপি ফিল্ম।
২০।	অ্যালুমিনিয়াম ব্লিস্টার ফয়েল ও টিউব প্রস্তুত।
২১।	বায়োমাস ব্রিকেট।
২২।	রাসায়নিক সার মিক্সিং ও প্যাকিং।
২৩।	পোলট্রি খামার।
২৪।	প্রাণিসম্পদ খামার (সংখ্যা ২৫টির উর্ধ্বে)।

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
২৫।	মৎস্য চাষ (জমির পরিমাণ ৫ একরের ঊর্ধ্বে)।
২৬।	ডিজেলচালিত জেনারেটর স্থাপন (১০০ হইতে ৫০০ কেভিএ পর্যন্ত)*।
২৭।	নৌযান প্রস্তুত (কাঠের নৌযান ব্যতীত)।
২৮।	সিমেন্ট কংক্রিট সামগ্রী (যেমন, রেলওয়ে স্লিপার, বৈদ্যুতিক খুঁটি তৈরি, পাইপ, ব্লক, টাইলস ইত্যাদি)।
২৯।	সিএনজি/এলপিজি/এলএনজি কনভারসন ওয়ার্কশপ।
৩০।	Metal finishing, painting and annealing units, excluding metal and machine fabrication.
৩১।	আবাসিক হোটেল (কক্ষ সংখ্যা ২০টির অধিক কিন্তু ১০০টির হইতে কম)।
৩২।	জ্বালানি তৈল ফিলিং স্টেশন।
৩৩।	জ্বালানি গ্যাস (সিএনজি, এলপিজি, এলএনজি ইত্যাদি) বোতলজাতকরণ।
৩৪।	সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট (১ মেগাওয়াট হইতে ৫০ মেগাওয়াট পর্যন্ত)।
৩৫।	লুব অয়েল ব্লেন্ডিং।
৩৬।	পৌর বর্জ্যের সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন।
৩৭।	করাতকল।

নোট:

* যে সকল ভবনের জন্য ছাড়পত্রের প্রয়োজন নাই সেই সকল ভবনের জন্য প্রযোজ্য

কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
১।	খনি অনুসন্ধান (Exploration)।
২।	কয়লা ও তৈলভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫০ মেগাওয়াট পর্যন্ত)।
৩।	গ্যাসভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (১০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত)।
৪।	পানি বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত)।
৫।	বায়োমাস/বর্জ্যভিত্তিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত)।
৬।	ক্যান্ডি (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০০ কিলোগ্রামের ঊর্ধ্বে)।
৭।	খাদ্য, সবজি ও ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ।
৮।	সোলার পাওয়ার (৫০ মেগাওয়াট-এর ঊর্ধ্বে)।
৯।	ডক ইয়ার্ড।
১০।	চুন প্রস্তুত।
১১।	পেপার বোর্ড প্রস্তুত।
১২।	সুতা প্রস্তুত (স্পিনিং)।
১৩।	ফাউন্ড্রি (ফেরাস ও নন-ফেরাস)।
১৪।	বালাইনাশক রিপ্যাকিং।
১৫।	মশার কয়েল ও রিপেলেন্ট।
১৬।	ছাপা ও লেখার কালি।
১৭।	পেইন্ট (পিগমেন্ট/পলিশ/ভার্নিস/এনামেল ইত্যাদি)।
১৮।	আয়ুর্বেদিক/হোমিওপ্যাথিক/ইউনানি ঔষধ প্রস্তুত (মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার অধিক)।
১৯।	ভূমি উন্নয়ন (৫ একর হইতে ২৫ একর পর্যন্ত)।
২০।	নদী, খাল, বিল ড্রেজিং ও ড্রেস ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট (পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত)।
২১।	রাস্তা নির্মাণ/সম্প্রসারণ (৫ হইতে ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত)।
২২।	ব্রিজ নির্মাণ (১০০মিটার থেকে ৫০০ মিটার পর্যন্ত)।
২৩।	বিমান বন্দর পুনর্নির্মাণ ও ৫০% এর কম সম্প্রসারণ।
২৪।	বন্দর ও পোতাশ্রয় সম্প্রসারণ (৫০% এর কম)।

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
২৫।	আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন (৫,০০০ থেকে ২০,০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত বিল্ডআপ এরিয়া)।
২৬।	বিনোদন পার্ক (৫ হইতে ১০ একর পর্যন্ত)।
২৭।	রাবার/টায়ার/টিউব প্রস্তুত।
২৮।	মোটরযান সংযোজন কারখানা।
২৯।	জুট মিল।
৩০।	সাবান/ডিটারজেন্ট ও অন্যান্য পরিষ্কারক রাসায়নিক।
৩১।	বিদ্যুৎ, তৈল ও গ্যাস সঞ্চালন লাইন (২৫ কি.মি. পর্যন্ত)।
৩২।	রি-রোলিং মিল।
৩৩।	টুথপেস্ট, টুথ পাউডার, ট্যালকম পাউডার, পারফিউমস এবং অন্যান্য কসমেটিক পণ্য প্রস্তুত।
৩৪।	শিল্প গ্যাস (নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি)।
৩৫।	কাঁচ তৈরি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ।
৩৬।	ধাতব ও অধাতব পাইপ প্রস্তুত।
৩৭।	ধাতব নাট, বোল্ট, স্ক্রু ও তারকাটা।
৩৮।	পিভিসি হইতে সব ধরনের পণ্য প্রস্তুত।
৩৯।	লবণ প্রস্তুত (মূলধন ১০ লক্ষ টাকার (উর্ধ্বে)।
৪০।	লেড অ্যাসিড ব্যাটারি সংযোজন।
৪১।	ড্রাইসেল ব্যাটারি।
৪২।	প্লাইউড, ফাইবার উড, পার্টিক্যাল বোর্ড প্রস্তুত।
৪৩।	অ্যালুমিনিয়াম/পিতলের পণ্য প্রস্তুত।
৪৪।	বৈদ্যুতিক কেব্‌ল প্রস্তুত।
৪৫।	কংক্রিট রেডিমিক্স কারখানা।
৪৬।	গার্মেন্টস বর্জ্য হইতে তুলা প্রস্তুত।
৪৭।	স্বয়ংক্রিয় চাউলকল (৫০ লক্ষ টাকার (উর্ধ্বে) ।
৪৮।	উপকূলীয় চিংড়ি চাষ।
৪৯।	লবণ চাষ (১০ একরের উর্ধ্বে) ।

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
৫০।	হাসপাতাল ও ক্লিনিক (৫০ বেড পর্যন্ত)
৫১।	ডায়াগনস্টিক সেন্টার।
৫২।	কসাইখানা।
৫৩।	আবাসিক হোটেল (কক্ষের সংখ্যা ১০০-এর বেশি হইলে)।
৫৪।	ইট প্রস্তুত।
৫৫।	যানবাহন টার্মিনাল (১০ একর পর্যন্ত)।
৫৬।	স্টোন ক্রাশার।
৫৭।	জেনারেটর (৫০০ কেভিএ এর উর্ধ্বে)।
৫৮।	টায়ার রিট্রেডিং।
৫৯।	জি আই ওয়্যার প্রস্তুত।
৬০।	কপার ওয়্যার প্রস্তুত।
৬১।	গ্যাস সিলিন্ডার তৈরি।
৬২।	কৃত্রিম তন্তু প্রস্তুত।
৬৩।	সকল কোয়ারি প্রকল্প।
৬৪।	আকরিক প্রক্রিয়াজাতকরণ, কয়লা ধৌতকরণ (Washery) ও খনিজ বেনিফিসিয়েশন (বাৎসরিক অনধিক ১ লক্ষ টন)।
৬৫।	সিমেন্ট কারখানা (ক্লিংকার হইতে সিমেন্ট প্রস্তুত উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি বৎসর ১ লক্ষ টন পর্যন্ত)।
৬৬।	কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট
৬৭।	পাইরোলাইসিস প্ল্যান্ট।
৬৮।	তৈল ও গ্যাস সেপারেশন প্ল্যান্ট।
৬৯।	লুব অয়েল পুনঃচক্রায়ন।
৭০।	স্লাজ অয়েল পরিশোধনাগার।
৭১।	বর্জ্য কাগজ রিসাইক্লিং।
৭২।	পাল্প ও পেপার প্ল্যান্ট (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০ টন পর্যন্ত)।
৭৩।	টেক্সটাইল ডাইং ও প্রিন্টিং (দৈনিক ১৫ টন পর্যন্ত)।

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
৭৪।	বস্ত্র/পোশাক ওয়াশিং (দৈনিক ১৫ টন পর্যন্ত)।
৭৫।	ধাতুজাত ইনগট/বিলেট প্রস্তুতকরণ ইউনিট।
৭৬।	ক্লোরো অ্যালকালি, সোডা অ্যাশ ও অন্যান্য অ্যালকালি (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টন পর্যন্ত)।
৭৭।	অন্যান্য অজৈব রাসায়নিক দ্রব্য (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টন পর্যন্ত)।
৭৮।	ডাই (Dye) ও ডাই-এর ইন্টারমিডিয়েট (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টন পর্যন্ত)।
৭৯।	বেসিক জৈব রাসায়নিক ও অন্যান্য সিনথেটিক, জৈব রাসায়নিক দ্রব্য (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টন পর্যন্ত)।
৮০।	অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ২০ টন পর্যন্ত)।
৮১।	সিনথেটিক রেজিন।
৮২।	রাসায়নিক সার (সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি বৎসর ১ লক্ষ টন পর্যন্ত)।
৮৩।	ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন (দৈনিক ২,৫০০ হইতে ৫,০০০ ঘনমিটার)।
৮৪।	বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মাণ (বৎসরে ৫০ লক্ষ মে. টন ক্ষমতার কম বা সমান কার্গো সুবিধা)।
৮৫।	হাউজিং ও নগরায়ণ প্রকল্প (২৫ একরের কম)।
৮৬।	পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার (প্রতিদিন ১০০০ ঘন মি. পর্যন্ত)।
৮৭।	কেন্দ্রীয় শিল্প বর্জ্য পরিশোধনাগার (প্রতিদিন ৫০০০ ঘন মি. পর্যন্ত)।
৮৮।	মেডিক্যাল বর্জ্য/বিপদজনক বর্জ্য পরিশোধন ও পরিত্যজন (Medical waste/ Hazardous waste treatment and disposal facility)।
৮৯।	বর্জ্যভিত্তিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫ মেগাওয়াটের উর্ধ্বে)।
৯০।	ইলেকট্রোপ্লেটিং, অ্যানোডাইজিং, ফসফেটাইজিং, গ্যালভানাইজিং শিল্প।
৯১।	বাণিজ্যিকভাবে ক্লে এবং চায়না ক্লে দ্বারা তৈজসপত্র প্রস্তুত।
৯২।	ভোজ্য তৈল উৎপাদন।
৯৩।	টাইলস, রিফ্রেকটরি, ইনসুলেশন ও সিরামিক পণ্য।
৯৪।	ইনসিনারেটর প্ল্যান্ট (দৈনিক ক্ষমতা ১ টন পর্যন্ত)।
৯৫।	কম্পোস্ট প্ল্যান্ট (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫ টনের (উর্ধ্বে)।
৯৬।	জুস ও কোমল পানীয় প্রস্তুত।

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
৯৭।	কয়লা হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি (যেমন, কোক) সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন ২০০ টন পর্যন্ত।
৯৮।	চিনি প্রস্তুত (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০০ টন পর্যন্ত)
৯৯।	তামাক প্রক্রিয়াকরণ, জর্দা প্রস্তুত, বিড়ি-সিগারেট কারখানা।
১০০।	ওয়েট ব্লু হইতে ফিনিস্ড লেদার প্রস্তুত।।
১০১।	লেড অ্যাসিড ও ড্রাইসেল ব্যাটারি রিসাইক্লিং।
১০২।	ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ তৈরি।
১০৩।	মেটাল ট্রিটমেন্ট ও প্রসেসভিত্তিক শিল্প, যেমন,পিকলিং, সারফেস কোটিং, পেইন্ট বেকিং, পেইন্ট স্ট্রিপিং, হিট ট্রিটমেন্ট, ফিনিশিং ইত্যাদি।
১০৪।	মৎস্য, মাংস, চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ।
১০৫।	স্টার্চ ও গ্লুকোজ।
১০৬।	দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ।
১০৭।	আইসক্রিম কারখানা।
১০৮।	ফার্মাসিউটিক্যাল-সকল ড্রাগ ফরমুলেশন।
১০৯।	জাহাজ নির্মাণ (Dead weight tonnage ৩,০০০-এর কম)।
১১০।	ইন্ডাস্ট্রিয়াল কার্বন, ইলেকট্রোড ও গ্রাফাইড ব্লক, অ্যাক্টিভেটেড কার্বন, কার্বন ব্ল্যাক ইত্যাদি।
১১১।	পানি পরিশোধন প্ল্যান্ট।
১১২।	ই-ওয়েস্ট রিসাইক্লিং।
১১৩।	চারকোল প্রস্তুত।

লাল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
১।	খনিজ প্রকল্প (অনুসন্ধান ব্যতীত)।
২।	আকরিক প্রক্রিয়াজাতকরণ, কয়লা ওয়াশারি ও মিনারেল বেনিফিসিয়েশনসহ (১ লক্ষ টন/বৎসর-এর উর্ধ্বে) ।
৩।	কয়লা ও তৈলভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫০ মেগাওয়াটের উর্ধ্বে) ।
৪।	গ্যাসভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (১০০ মেগাওয়াটের উর্ধ্বে) ।
৫।	পরমাণু বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট।
৬।	পানি বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫ মেগাওয়াটের উর্ধ্বে)।
৭।	কাঁচা চামড়া প্রক্রিয়াকরণ।
৮।	সিমেন্ট ক্লিংকার প্রস্তুত।
৯।	সমন্বিত সিমেন্ট প্ল্যান্ট (ক্লিংকার ও সিমেন্ট প্রস্তুত)।
১০।	সিমেন্ট কারখানা (ক্লিংকার হইতে সিমেন্ট উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি বৎসর (১ লক্ষ টনের উর্ধ্বে) ।
১১।	পেট্রোলিয়াম জাতীয় ক্রুড অয়েল রিফাইনারি।
১২।	বেসিক পেট্রোকেমিক্যালস।
১৩।	বেসিক পেট্রোকেমিক্যালস হইতে কেমিক্যাল দ্রব্য উৎপাদন।
১৪।	পাল্প ও পেপার প্ল্যান্ট (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০ টনের উর্ধ্বে) ।
১৫।	সকল প্রকার ডিস্টিলারি।
১৬।	সমন্বিত টেক্সটাইল মিলস (স্পিনিং, উইভিং/নিটিং, ডাইং ও ফিনিশিং)।
১৭।	টেক্সটাইল ডাইং, প্রিন্টিং (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ টনের উর্ধ্বে) ।
১৮।	বস্ত্র/পোশাক ওয়াশিং ইউনিট (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ টনের উর্ধ্বে) ।
১৯।	আকরিক (Ore) হইতে প্রক্রিয়াজাত ধাতুশিল্প (স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ও স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, কপার, দস্তা, সিসা, ফেরো-অ্যালয় ও অন্যান্য অ্যালয় প্রভৃতি)।

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
২০।	সকল প্রকার ভারী ধাতু উৎপাদন।
২১।	লৌহ ও ইস্পাত শিল্প
২২।	অ্যালুমিনিয়াম, কপার, জিংক স্মেল্টার
২৩।	ক্লোরো অ্যালকালি, সোডা অ্যাশ ও অন্যান্য অ্যালকালি (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টনের উর্ধ্বে)
২৪।	অন্যান্য অজৈব রাসায়নিক ও শিল্পে ব্যবহৃত গ্যাসসমূহ (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টনের উর্ধ্বে)
২৫।	ডাই ও ডাই-এর ইন্টারমিডিয়াসমূহ (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টনের উর্ধ্বে)।
২৬।	বেসিক জৈব রাসায়নিক ও অন্যান্য সিনথেটিক, জৈব রাসায়নিক দ্রব্য (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টনের উর্ধ্বে)
২৭।	অন্যান্য সকল রাসায়নিক দ্রব্য (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ২০ টনের উর্ধ্বে) ।
২৮।	রাসায়নিক সার (সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিবৎসর ১ লক্ষ টনের উর্ধ্বে) ।
২৯।	বালাইনাশক ও অন্যান্য কৃষি রাসায়নিক দ্রব্য ফরমুলেশন
৩০।	ঔষুধের কাঁচামাল প্রস্তুত (API)
৩১।	বেসিক/বাল্ক ড্রাগ ও ড্রাগ ইন্টারমিডিয়েট।
৩২।	লেড অ্যাসিড ও অন্যান্য ওয়েট সেল ব্যাটারি প্রস্তুত।
৩৩।	ভূমি উন্নয়ন (২৫ একরের উর্ধ্বে)।
৩৪।	নদী, খাল, বিল ড্রেজিং ও ড্রেস ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট (পাঁচ কিলোমিটারের উর্ধ্বে)।
৩৫।	ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন (দৈনিক ৫০০০ ঘনমিটারের উর্ধ্বে)।
৩৬।	সকল ধরনের শিল্প নগরী।
৩৭।	আন্ডার রিভার টানেল/আন্ডার গ্রাউন্ড টানেল/কমন ইউটিলিটি টানেল নির্মাণ (২০০ মিটারের অধিক)।
৩৮।	রাস্তা নির্মাণ/সম্প্রসারণ (১০ কিলোমিটারের উর্ধ্বে)।
৩৯।	ব্রিজ/ফ্লাইওভার নির্মাণ (৫০০ মিটারের উর্ধ্বে)।